মেহেরপুরে কিশোর-কিশোরী ক্লাবের আলোচনা সভা

মেহেরপুর সদর উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত, কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে উপজেলা অডিটোরিয়ামে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী মাসুদুল আলম এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম,উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আপিল উদ্দিন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, কিশোর কিশোরী ক্লাবের ফিল্ড সুপারভাইজার ,নজেন্ডার প্রোমোটর, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগন, ক্লাবের সংগীত ও আবৃত্তি শিক্ষকগনসহ সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্যগন।

উল্যেখ্য, কিশোর কিশোরী ক্লাব ছাত্র-ছাত্রীদের সংগীত ও আবৃত্তি শেখানোর কাজ করে। উপজেলার ৫ টি ইউনিয়নে একটি করে ক্লাব রয়েছে। যেখানে ৩০ জন করে ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে যৌণ উত্তেজক ওষুধ

সরকারি নিয়ম নীতি না মেনেই মেহেরপুরের বিভিন্ন বিভিন্ন হাট-বাজার ও পথে-ঘাটে অবাধে বিক্রি হচ্ছে নানা ধরনের যৌন উত্তেজক ওষুধ। মজমা বসিয়ে ক্রেতাদের আকর্ষণ করে নামহীন কোম্পানির এসব ওষুধ বিক্রি করা হচ্ছে। আর তা সেবন করে গ্রামের সহজ-সরল মানুষ জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। প্রশাসনিক কোন পদক্ষেপ না থাকায়

অবাধে এসব ওষুধ বিক্রি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তবে প্রশাসন বলছে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, নিয়ম অনুযায়ী ড্রাগ লাইসেন্স ছাড়া ও চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ওষুধ বিক্রি করা দন্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু তা মানা হচ্ছে না। ফুটপাথের হকাররা প্রকাশ্যে যৌন উত্তেজক পাওয়ার অয়েল, ডি বাজিকরণ, ম্যাক্স জেড, অ্যাপেক্স, ভিগোসা, লুমিসেক, ডেফরল, ভারতীয় যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট সেনেগ্রা, এডিগ্রা, মুনিস, ভিগো ফোর্ট ও টার্গেট এমনকি মহামারী করোনার ওষুধও বিক্রি করছে। তবে এসব ওষুধ সেবন করে কারো রোগ ভাল হচ্ছে কি না তা জানাতে পারেনি হকাররা।

ওষুধ বিক্রেতা ইমরান আলী জানান, বিভিন্ন কোম্পানির প্রচারে ও পেট বাঁচানোর জন্যই এসব ওষুধ বিক্রি করা হয়। ওষুধ খেয়ে মানুষ উপকার পায় বলেই এ ধরণের ওষুধ চলছে খুব বেশি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেউ কিছু বলে না। একই কথা জানালেন হকার আল মামুন।

তিনি আরো জানান, কোম্পানীর প্রচার ও হারবাল ওষুধ বিক্রির পাশাপাশি নিজের তৈরী ওষুধও বিক্রি করছেন অনেকে। যদিও ওষুধ প্রস্তুত এবং বিপণনের কোন অনুমতি নেই তাদের।

ওষুধ সেবন করে কেউ উপকার পেয়েছে কিনা তা কেউ বলতে পারেনি। তবে অনেকেই বিশেষ ও যৌণ শক্তি বাড়াতে এ ওষুধ কিনছেন। কোন উপকার পাচ্ছেন না বরং জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

ওষুধ ক্রেতা রুয়েরকান্দি গ্রামের বদর উদ্দীন জানান, তিনি ও তার বন্ধু হাটে গিয়ে হকারদের মজমায় গান শোনেন। সেসময় হকারদের মিষ্টি মধুর কথা শুনে সহজে আরোগ্য লাভের আশায় গোপন রোগের ওষুধ কিনে সেবন করেন। কিন্তু অসুখ সারেনি বরং আরো জটিল রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

একই গ্রামের আনারুল জানান, গ্যাস্টিকের ও শরীর ভাল রাখার জন্য দেহমুক্তি যৌবণ বাহার সালসা কিনে সেবন করেছেন। এতে তার হার্টের অসুখ দেখা দিয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এমকে রেজা জানান, ‘প্রেসক্রিপশন ছাড়া যৌণ রোগের ওষুধ সেবন করলে শরীরের স্বাভাবিক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। পুরুষ-মহিলাদের মধ্যে সিংহ ভাগ লোক বিভ্রান্ত হয়ে যৌণ উত্তেজক ওষুধ সেবন করেন। এসব ওষুধ

হৃদরোগ ও কিডনি সমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়। দীর্ঘদিন ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তি ও স্মৃতিশক্তি কমে যায়। এতে লিভার ও নার্ভ ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

গাংনীর বিভিন্ন দোকান ও খোলা বাজারে অভিযান চালানো হয়। আগামীতে অভিযান চলবে এবং হকারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবেন বলে জানালেন ড্রাগ সুপার মুহসিনিন মাহমুদ।

মেহেরপুরে আঞ্চলিক ইজতেমা শুরু ১১ মার্চ

মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে আগামী ১১ মার্চ বুধবার শুরু হচ্ছে ৩ দিন ব্যাপী আঞ্চলিক তাবলিগি ইজতেমা। ১৩ মার্চ শুক্রবার আখেরি মোনাজাতের মধ্যে দিয়ে ইজতেমা শেষ হবে।
এ উপলক্ষে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে মাঠ পরিকল্পনার নকশা প্রকাশ করা হয়েছে।

মেহেরপুরের গাংনীতে ছেলের প্রেমিকাকে সারারাত পাহারা দিলেন বাবা

মেহেরপুরের গাংনীতে বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে অবস্থান নিয়েছেন এক কিশোরী। তবে প্রেমিকার আসার খবর পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছেন প্রেমিক।

এদিকে ওই কিশোরী আত্মহত্যা করে পুরো পরিবারকে ফাঁসিয়ে দিতে পারে- এমন আশঙ্কায় প্রেমিকের বাবা প্রায় দুই রাত মেয়েটিকে পাহারা

দিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বাওট গ্রামের দিনমজুর আব্দুল বারির মেয়ে স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী ময়না গত মঙ্গলবার সকালে বিয়ের দাবিতে ছাতিয়ান গ্রামের হাওড়াপাড়া এলাকার তার প্রেমিক আকাশের বাড়িতে এসে ওঠে।

খবর পেয়ে আকাশ বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু আকাশ বিয়ে না করলে আত্মহত্যার হুমকি দেয় ময়না। তাই আকাশের বাবা জহুরুল ইসলাম রাত জেগে ছেলের প্রেমিকাকে পাহারা দিয়েছেন; যাতে মেয়েটি কোনো দুর্ঘটনা না ঘটায়।

বিষয়টি সমাধানে বুধবার রাতে সামাজিকভাবে বৈঠকে বসেন স্থানীয় গণ্যমান্য বক্তিরা। পরে রাতেই মেয়েটিকে বুঝিয়ে তার বাড়িতে পাঠানো হয়।

জানা গেছে, পলাতক প্রেমিক আকাশ ফিরে আসলে বিষয়টি নিয়ে আবার বসা হবে। মেয়েটিকে বিয়ে করতে রাজি না হলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, বিষয়টি শুনেছি। সমাধানের জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপরও সমাধান না হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সুখ সাগরে সুখ দেখছে মেহেরপুরের চাষিরা

এম এফ রুপক

ভারত থেকে আমদানি করা পেয়াজের বীজে ব্যাপক লোকসানের পর এবার নিজ জমিতেই পেয়াজ বীজ উৎপাদন করছে মেহেরপুরের চাষীরা। সুখ সাগর নামের এই পেয়াজের বীজ ভারত থেকে আমদানি করা বীজের চাইতে বেশী ফলনশীল বলে দাবি করছে এলাকার কৃষকরা। সুখ সাগর জাতের এই পেয়াজ বীজে মেহেরপুর ও মুজিবনগর এলাকার চাষিদের ঘরে সুখ এনে দিয়েছে। নিজেদের

তৈরি বীজের ভালো ফলনে বেশ খুশি এলাকার চাষিরা। উচ্চ ফলনশীল এই জাতের বীজে আশার আলো দেখছে তারা। চাষিদের দাবি এই জাতের পেয়াজ বীজে ফলন হয় বিঘা প্রতি ১৩০-১৭০ মন। মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর, টেংরামারী, মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর, বিশ^নাথপুর, ভবেরপাড়াসহ বেশ কয়েকটি গ্রামের মাঠ জুড়ে দেখা যাচ্ছে শুধুই সুখ সাগর পেয়াজ বীজের ক্ষেত।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর মিলে প্রায় ২শ বিঘা জমিতে সুখ সাগর জাতের পেয়াজ বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে।
১৫ হাজার টাকা কেজি দরে ভারতয় বীজ কিনে লোকসানের মুখে পড়া চাষি সবুর আলী জানান, এবার নিজেই সুখ সাগর পেয়াজ বীজ উৎপাদন করছি ১০ কাটা জমিতে। রোগবালাই কম থাকাই ফলন হয়েছে আশানুরুপ। আরেক চাষি মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের নুর হক মন্ডল জানান, নিজের উৎপাদন করা বীজ দিয়ে চাষ করার পাশাপাশি বাজারে বিক্রিও করতে পারবো। উচ্চ ফলনশীল ও নির্ভর যোগ্য বীজ হওয়ায় ইতিমধ্যে চাষিদের কাছ থেকে আগাম বীজের অর্ডার দিয়েছে মেহেরপুরের পেয়াজ চাষিরা। জুলহাস মন্ডল তেমনি একজন। তিনি জানান, লাভের আশায় ভারতীয় সুখ সাগর জাত কিনে এ বছর প্রতারিত হয়েছি। তাই নিজ এলাকার বীজ উৎপাদনকারি চাষিদের কাছে আগাম অর্ডার দিয়েছি। আশা করছি এই বীজে ভালো ফলন পাবো।

একদিকে যেমন আমদানি খরচ কমবে, অন্যদিকে ভালো মানের বীজ এলাকায় থেকে পাওয়া যাবে। এমন মন্তব্য করে মুজিবনগর উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান বলেন, এই এলাকার চাষিরা এই প্রথম উচ্চ ফলনশীল জাতের পেয়াজ বীজ উৎপাদন করছে। এই বীজের মানও ভালো হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে চাষিদের উৎপাদন খরচ অনেকাংশে কমে যাবে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক স্বপন কুমার খাঁ জানান, সারা দেশে যদি এই দেশীয় ভাবে উৎপাদিত বীজ ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে চাষিরা আরও বেশি লাভবান হবেন। বীজ উৎপাদনে একদিকে যেমন বিক্রি কার যাবে অন্য দিকে নিজেরাও চাষ করতে পারবে। মেহেরপুরে সল্প পরিসরে বীজ উৎপাদন করছে চাষিরা। পরবর্তিতে ব্যাপক পরিসরে উচ্চ ফলনশীল জাতের সুখ সাগর পেয়াজ বীজ উৎপাদনের জন্য চাষিদে

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ মেহেরপুর জেলা শাখার আনন্দ র্যালি

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়ে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ মেহেরপুর জেলা শাখা আনন্দ র্যালি করেছে। গতকাল বুধবার বিকালে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধনের নেতৃত্বে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির বাসভবন থেকে আনন্দ র্যালিটি বের হয়ে মেহেরপুর বড়বাজার চার রাস্তার মোড় প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সামনে এসে শেষ হয়।
পরে সেখানে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শাহাজান আলী, সাধারণ সম্পাদক মুন্তাসির জামান মৃদুল, সহ-সভাপতি দুলাল মাহমুদ, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক খন্দকার জনি, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আবিদ হোসেন আসিফ ও সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন আহমেদ। এ সময় সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জুলকার নাইন বাইজিদসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আগত নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন ।

মুজিবনগরে নিন্মমানের সামগ্রী দিয়ে সড়ক সংস্কার, মুজিবনগর উপজেলা প্রকৌশলী জানে না সড়ক কার

সিরাজুদ্দোজা পাভেল

কর্তৃপক্ষ নেই মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বিশ্বনাথপুরে কদমতলা এলাকা থেকে নির্মাণাধীন সড়কের। ৪৩০ মিটার সড়কে নিন্মমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছে এলাকাবাসী। তবে কর্তৃপক্ষের তদারকি না থাকায় কোন প্রকার বাঁধা ছাড়ায় কাজ করছেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের লোকজন।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সংস্কারকৃত ৪৩০ মিটার সড়কের ডাব্লিউবিএম করা হয়েছে নিন্মমানের খোয়া দিয়ে, রাস্তার মাঝে একটি কালভার্ট নির্মাণ কাজ চলমান। কালভার্ট নির্মাণে ব্যবহার করা হচ্ছে নিন্মমানের ইট-বালু। বেইজ ঢালায় ও গাথুনির জন্য কুষ্টিয়ার সেকেন্ড ঢালায় (চিকন) বালু ব্যবহার হচ্ছে। বালু-সিমেন্টের অনুপাতের ক্ষেত্রে সিমেন্টের ব্যবহার কম হচ্ছে তা স্বীকার করেছে কাজের মিস্ত্রী। কাজের সাইডে প্রকৌশল অফিসের তদারকি করা কোন ব্যক্তিকে পাওয়া যায়নি।

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের সীমানায় নির্মানাধীন এই সড়কের কাজের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও কাজের মান নিয়ে কথা বলতে গেলে মুজিবনগর উপজেলা প্রকৌশলী শাহিন আক্তার জানান, বিশ্বনাথপুর সদর উপজেলার অর্ন্তভূক্ত। বিশ্বনাথপুরে তার অধিনে কোন কাজ চলছে না। বিশ্বনাথপুরের কাজ সদর উপজেলা প্রকৌশলীর অধিনে হতে পারে। সদর উপজেলা প্রকৌশলী আব্দুল হামিদ জানান, সদর উপজেলার ভিতরে কোন বিশ্বনাথপুর গ্রাম নেই। ওটা মুজিবনগরের সীমানায়। তবে সড়ক ও জনপথ বিভাগের কিছু কাজ আছে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। মেহেরপুর সড়কও জনপথ বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী অনুজ কুমার দে জানান, বিশ্বনাথপুরে আমাদের কোন কাজ নেই।

মেহেরপুরের গাংনীতে ইউপি চেয়ারম্যানের মহৎ উদ্যোগ

আল-আমীন,

মেহেরপুরের গাংনীতে সরকারী ভাতা ভোগীদের খাবার দিচ্ছেন ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান। গত কয়েকদিন যাবৎ বয়স্ক বিধবা ও

প্রতিবন্ধীদের ক্ষুধা নিবারণের লক্ষে নিজ অর্থায়নে প্রায় ২ হাজার ৫শত জনের মাঝে দুপুরের খাবার বিতরণ করছেন তিনি।ধানখোলা ইউনিয়নের চাঁন্দামারী গ্রামের বয়স্কভাতা প্রাপ্ত আক্কাস আলী বলেন,তার বাড়ি থেকে ব্যাংক অন্তত ১৫ কি:মি: দুরে হওয়ার কারনে ভাতার টাকা নেওয়ার জন্য আমার মত অনেকেই সকালে বাড়ি থেকে বের হয়। মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম শেষ করতে ও সোনালী ব্যাংকের কার্যক্রম শেষ করে অনেক সময় টাকা পেতে দুপুর গড়িয়ে যায়। ব্যাংকের পার্শবর্তী এলাকায় খাবারের হোটেল না থাকায় না খেয়ে কষ্ট করতে হয়। ইউপি চেয়ারম্যান মো: আখেরুজ্জামান ভাতাভুগীদের অনাহারের কষ্ট দেখে নিজ উদ্যোগে সকলের মাঝে খাবার বিতরণ করছেন। দুপুরের খাবার খেয়ে বিশ্রাম নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারি।

সানঘাট গ্রামের বয়স্কভাতা ভোগী কুটিয়ারা খাতুন জানান,চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান তাদের খাবারের ব্যবস্থা করার কারনে দুপুরে আর তাদের না খেয়ে থাকতে হয়না। দুপুরের খাবার খেয়ে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারি।সোনালী ব্যাংক গাড়াডোব শাখার ব্যবস্থাপক সাহারুল ইসলাম বলেন, ভাতা নেওয়ার জন্য সকাল থেকে ধানখোলা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম থেকে বয়স্ক বিধবা ও প্রতিবন্ধীরা আসে। মোবাইলে একাউন্ট খোলা ও অনেকেই এক সাথে আসে একারনে টাকা পেতে অনেক সময় দুপুর গড়িয়ে যায় এজন্য স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান মো: আখেরুজ্জামান নিজ উদ্যোগে ভাতাভোগীদের খাবার বিতরণ করেছে এটা প্রশংসনীয় ।স্থানীয় সমাজ সেবক একরামুল হক বলেন,যেদিন ব্যাংক থেকে ভাতা দেয়া হয় সেদিন ইউপি চেয়ারম্যান মো: আখেরুজ্জামানের সহযোগিতায় স্থানীয় যুবকরা ভাতাভোগীদের জন্য রান্না করে খাবার প্যাকেট তৈরি করে বিতরণ করেন।ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান মো: আখেরুজ্জামান জানান,ধানখোলা ইউনিয়নের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দুরত্ব অন্তত ১৮/২০ কি:মি:। গাড়াডোব সোনালী ব্যাংকে এ ইউনিয়নের অন্তত ২ হাজার ৫শত বয়স্ক বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতা উত্তোলন করতে আসে। তাদের অনেকের সাথে শিশুরাও আসে। অনেক মানুষ এক সাথে ভাতা নিতে আসায় টাকা পেতে অনেক সময় দুপুর গড়িয়ে যায়। দুপুরের খাবারের জন্য ভাতাভোগী সহ তাদের সাথে আসা শিশুরাও কষ্ট করে। ব্যাংকের সাথেই আমার বাড়ি হওয়ার কারনে ভাতাভোগী ও তাদের সাথে আসা শিশুদের জন্য দুপুরের খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মুজিবনগরে কিশোর কিশোরী ক্লাবের আলোচনা সভা

মুজিবনগর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক আয়োজিত, কিশোর কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে মুজিবনগর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তাজুল ইসলাম,উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারন সম্পাদক জাহিদ হাসান রাজিব,কিশোর কিশোরী ক্লাবের ফিল্ড সুপারভাইজার সুবর্ণা মাহজাবীন,জেন্ডার প্রোমোটর নুরুন্নেছা খাতুন,মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগন, ক্লাবের সংগীত ও আবৃত্তি শিক্ষকগনসহ সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্যগন উপস্থিত ছিলেন।

উল্যেখ্য, কিশোর কিশোরী ক্লাব ছাত্র-ছাত্রীদের সংগীত ও আবৃত্তি শিখাতে কাজ করে।

মুজিবনগর উপজেলার ৪ টি ইউনিয়নে একটি করে ক্লাব রয়েছে। যেখানে ৩০ জন করে ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে।

গাংনীতে অগ্নীকান্ডে কৃষের বসতবাড়িসহ আসবাপত্র পুড়ে ছাই

গাংনী উপজেলার হিন্দা পশ্চিম পাড়ায় বৈদ্যতিক তারে সটসার্কিট হয়ে অগ্নীকান্ডের ঘটনায় আনিসুর রহমান নামের এক কৃষকের বসতবাড়ীসহ আসবাপত্র পুড়ে গেছে। আনিসুর রহমান হিন্দা গ্রামের পাচু মালিথার ছেলে। বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা বামুৃন্দি ফায়ার সার্ভিসকে খবরদিলে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনা স্থলে পৌছানোর আগেই আনিসুর রহমানের সবকিছু পুড়ে

ছাই হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্থ আনিসুর রহমান জানান, বসতবাড়ি,রান্নাঘরসহ আসবাপত্র সব কিছু পুড়ে ছাই হয়েছে। আমার পরিবাররের একবেলা খাবারের জন্য কোনো ব্যাবস্থা নেই। সহযোগীতা ছাড়া পরিবার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। ফায়র সার্ভিসের ইউনিট প্রধান ইছাহাক আলী জানান,আমরা সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনা স্থলে পৌছানোর আগেই সব পুড়ে যায়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে সরকারি ভাবে সহযোগীতা করা হরে।